কবিতার বস্ত্রহরণ
অভিজিৎ দাস

কবিতার বস্ত্রহরণ

কবিতার বস্ত্রহরণ

অভিজিৎ দাস

প্রথম ই-বুক সংস্করণ মে ২০১৭

প্রচ্ছদ অভিজিৎ দাস

অভিজিৎ দাস কর্তৃক ফিশারি পাড়া, উজান দুধপুর, ত্রিপুরা ৭৯৯২৮৮, ভারত থেকে প্রকাশিত।

১০.০০ টাকা

দেব দেব করছি ভাতের থালায় ইস্তফা

ক্ষুৎ পড়েছে মৃত্যুতে, জীবন জীবন জপা...

সূচি

কবিতার বস্ত্রহরণ চলছে,
সকলের সামনে।

ওরা ছদ্ম বেশে এসেছে... কবি সেজে...
করে চলেছে কবিতার বস্ত্রহরণ।
কারো চোখে পড়ছেনা,
কারো চোখে পড়ছেনা,
করেই চলেছে ওরা, কবিতার বস্ত্রহরণ।

প্রেমিক

কি জানি হঠাৎ হবে কিনা অবহার,
চাঁদের আলোয় মৃত্যুও পুড়ে ছার।
চোখের ডগায় ময়লা পুরা আউড়ে নখ
আমার মাঝে লক্ষ আমি হয়েছি আটক।

দেব দেব করছি ভাতের থালায় ইস্তফা
ক্ষুৎ পড়েছে মৃত্যুতে, জীবন জীবন জপা...
চোখে চোখে চড়িয়েছে কে যেন সব গেলাপ
যন্ত্র আছে - আশীর্বাদে লাগে সকল শাপ।

জলকাক দোয়ারে দাঁড়িয়েছে এসে,

ওরই পালক গেঁথেছি সব কেশে।
মেলার মাঝে খোঁজে ফিরি এদিক ওদিক...
মানুষের কথায় আমি, বেশ্যার প্রেমিক ।।

বাক্স বন্দী

ঘরের কোণে বাক্সবন্দী সকল প্রতিবাদ
মাথার 'পরে লোকেদের পা-তলের ছাদ।

আকাশেতো উড়তে জানি ছুঁড়ে ঢিল,
কিন্তু সেথায় উড়ে বেড়ায় কাক ও চীল :

মানুষের ভীড়ে হারাই রোজ, তাই বলে
কাকের ভীড়ে হারানো কি আর চলে ?!

মেঝেয় ভরা বান্ধবীদের জঘন্য কুলকুচো -
তারই মাঝে ছুটে বেড়ায় ঊনিশটা ছুঁচো।

ঘরের মধ্যে কে জানি সারাক্ষণ কাঁদে,
কাঁদে কাঁদে বাক্সবন্দী রঙিন প্রতিবাদে।

তোমরা এসো আমার বাড়ি কোনো একদিন,
প্রতিবাদ সব ফাটিয়ে দিও, ফুটিয়ে আলপিন।

কতটা তুমি ?

তোমাকে ধরে যদি একটা হেচড়া টান দেই,
ঠিক কতটা তুমি উঠে আসবে ?
আধ সের ? এক সের ?
দুই ? তিন ? চার ?
নাকি পুরো তুমিটাই ?
না, পুরো তোমাকে টেনে আনা -
সে এই আমার কাজ নয়।
তবে এক আধ সেয উঠে আসবেই
সে বিশ্বাস আছে।
মনে করো আমার টানে
তোমার সমস্ত কালো চুল উঠে এল,

তখন তুমি ঠিক কী করবে শুনি
তুমি কী তোমার দাঁত গুলোও
আমার দিকে ছুঁড়ে দেবে ?

প্রতিযোগীতা

প্রতিযোগীতায় আমি শেষতম।
শেষ তম হতে চাইনি আমি,
প্রথম হতেও না।
আমি চাইনি কিছুই।
প্রতিযোগীতায় নামিনি আমি,
জন্মের পর থেকেই ভালোবাসি,

ভালো বেসেই চলেছি।

বারবার শেষ হয়ে তবে জানতে পারি -
আমি প্রতীযোগীতায় নেমে ছিলাম।

কবিতা লেখি, কবিতা লেখি, কবিতা লেখি
লেখা শেষ হলে পরে জানতে পারি
কবিতা আমি লিখিনি। লড়ছিলাম
প্রতিযোগীতায়।...

অন্বেষণ

পৃথিবী আর কতদূর ?
সকালে বেড়িয়েছি, কেটেছে দুপুর,
কতদূর পৃথিবী ?

পৃথিবী খোঁজতে গিয়ে শুধু
পেয়েছি বালুচর ধূ ধূ
আর মাটির ঢিবি ।।

গল্প

আমিতো বলেছিলাম, গল্পগুলো মিথ্যে,
এমনতো বলিনি যে, গল্পের জীবন,
গল্পের মৃত্যু, গল্পের ভালবাসা - সব মিথ্যে।
ওগুলো মিথ্যে হয়না।
যে মেয়েটার সাথে আমার -
প্রেমের গল্প রটিয়েছিল বন্ধুরা।
- সে গল্পটা মিথ্যে হলেও, আমাদের
প্রেমটা কিন্তু মিথ্যে ছিলনা।
ভালবাসা মিথ্যে হয়না, হতে পারে গল্পটা মিথ্যে।
কারণ ভালবাসা যেখানেই মিথ্যে হোকনা কেন,
ভালবাসা মিথ্যে হলেই মিথ্যে হবে

সমগ্র সভ্যতা।

স্মৃতি

স্মৃতিগুলো পাল্টে যাচ্ছে আমার,
স্মৃতির কিছু ভালবাসা এখন হয়ে উঠেছে ঘৃণা।
কিছু ভালবাসা আবার হিংসা।
অনেক দুঃখই হয়ে উঠছে সুখ।
এমনি আরো অনেক কিছুই পাল্টে যাচ্ছে,
সব ওলট পালট।

ছেলেবেলায় জামার সাইজ পাল্টে যাওয়ার মতই,
আমার স্মৃতিগুলো পাল্টে যাচ্ছে।
দর্জির সাথে সাথে সারা বিশ্বই আমায়
ঠকিয়ে আসছে। চোখে পড়েনি এতদিন,
এখন পড়ছে, খুব পড়ছে।

প্রতিবাদী

আমি আকাশ মেঘহীন হওয়ায় প্রতিবাদ করেছিলাম,
সাথে সাথে আরো অনেকেই প্রতিবাদী হয়ে উঠলো।
"কেন আমি মাটি ঘাসহীন হওয়ার প্রতিবাদ করিনি ?"
"কেন আমি পৃথিবীটা শান্তিহীন হওয়ার প্রতিবাদ করিনি ?"

“কেন আমি ‘মনু’ নাব্য না হওয়ার প্রতিবাদ করিনি ?”

প্রতিবাদের বিষয়টা ওদের এই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম ;
কীভাবে ভুলে গেল ওরা –
আমি সামান্য এক মানুষ :

আমার শুরু আছে,
আমার শেষ আছে,
বিবর্তন আছে।…

পি.এ.

নিজেকে সামলে নিতে না পারা লোকেদের সামলে নেয়ার
কাজ
নিয়েছিলো সেই প্রথম যৌবনে বেঁচে থাকার জন্যেই
জীবন অনেকটাই কেঁটে গেছে
সামান্যই রয়েছে বাকি অপরকে সামলাতে সামলাতে।

ভুলে গেছে সে নিজেও মানুষ মস্তিষ্কটা ছিল তার
নিজেকে সামলাবার জন্যেই।

ভুলে গেছে সেও মিটিং এ বসতে পারতো
পারতো ভাসনও দিতে অথচ কিছুই পারা হয়নি কারন

সে ভুলে গেছে সেও মানুষ।

মানুষ মানুষ কি সে নাকি মানুষ থেকে বিবর্তিত এক অদ্ভুৎ
জীব

পি.এ.।

ক্লান্তি

চারপাশে ক্লান্তির আবহাওয়া বোধ করি আজকাল,
যারা পথে দেখা হলে হাসতো ,
ভালো মন্দ খবর নিতো :
তারা আর হাসেনা এখন –

কেবল ঠোটের দু প্রান্ত তুলে নেয় উত্তরে৷

যারা আমার কবিতার দর্শন,
মনের কথা মন দিয়ে শুনতো-
তারা এখন ক্লান্ত, একটু শুনেই

“ভালো” বলে রেহাই পেতে চায়।
ক্লান্তি, ক্লান্তি, আর শুধু ক্লান্তি…

নিজেও খুব ক্লান্ত এখন আমি,
প্রশংসা পাবার আশায় আর কিছুই করতে চাইনা –
কিছুই না করে বসে থাকাতে নিরাপত্তা পাই
নিন্দা না পাওয়ার।

এভাবেই আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে হয়ে
চেষ্টা করছি মরে যাবার।
কারণ ক্লান্তি ছাড়া মৃত্যু আসলে –
অস্বাভাবিক মৃত্যু ।

মধ্যবিত্তের মুখের কথা

সেদিন আমি যখন বলেছিলাম তোমাকে -লিখতে আর
ভালো লাগছে না, তুমি লেখ ; তুমি বুঝতে কি পেরেছিলে
যে তখন আসলে -ফুরিয়ে গেছে আমার কলমের কালি ?

আর সেদিনও যখন বলেছিলাম প্রচণ্ড শীতে -শীত নেই,
কেবল একটা হাফ শার্ট গায় দিয়ে, বুঝতে কি পেরেছিলে যে
আসলে আমার ভালো গরম-জামা নেই ?

বুঝতে পারনি বোধহয়, না পারলেও সেদিন বুঝেনিও –
আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে; যেদিন বলবো -আর বাঁচতে
ইচ্ছে করছেনা ॥

নিজেকে

বিশ্বের সাথে মেলাতে গিয়ে প্রায়ই
নিজেকে মনে হয়
এক টুকরো চলমান মাংস পিণ্ড।

অথচ,
যখন আমরা প্রকৃতির অভ্যন্তরে ঘর বেঁধে ছিলাম
তখন আমি
কত কিছু নিয়ে হাজির হতাম তোমার কাছে, তুমি
তাতেই হয়ে খুশি, করতে প্রশংসা।
তাতেই মনে হত নিজেকে অনেক কিছু আর এখন
মনে হয় শুধু এক চলমান মাংস পিণ্ড ।।

আধুনিক মিছিল

শুনলাম ওরা মিছিল করছে কয়েক হাজার লোক,
মস্ত এক পুঁজিবাদী মিছিলের প্রযোজক।
দুই মেরুতে করবে ওরা দুটো মিছিল,
আকাশে ছুঁড়বে কিল, পালাবে কাক ও চীল।

ওরা মিছিল করবে, হাতে হাতে নেবে পর্নোছবি
আধুনিক মিছিলে বেশ্যাও হবে বিপ্লবী ।।

সর্বহারার সাথে কিছুক্ষন

কেউ কী জানে শার্টের ভেতর ছেড়া গ্যাঞ্জিও -
আছে, আকাশ আর মশারি নিয়ে করছি N.G.O।

কেউ জানেনা, জানতো ক'জন, ভুলে গেছে তারাও
আমায় নিয়ে হেসে কিন্তু মরে সর্বহারাও।

একের পর দুই, দুই এর পর চার, অনেক বাদে তিন,
হাটার পথে হাত বাড়িয়ে জীবনও সঙ্গিন।

কথা কও, ঠোট ফাটলে দেব এনে ভ্যাসেলিন

বিদেশ যেও, চুতরা পাতায় ফুটিয়ে আলপিন।

একশ কথার শেষেও দেখি গ্যাঞ্জিটা ঠিক ছেড়া,
সবহারা ও আমার বাড়ির সীমায় টাট্টি বেড়া।